

তৃতীয় মাত্রা

পর্ব-৬৫১৯

উপস্থাপনা: জিল্লুর রহমান

আলোচক: সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)'র নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম।

তারিখ: ০৭.০৬.২০২১

জিল্লুর রহমান: বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে যে যেখানেই আছেন সবাইকে তৃতীয় মাত্রায় সাদর আমন্ত্রণ। প্রিয় দর্শক ২০২১-২০২২ সালের অর্থবছরের বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে আজ আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)'র নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম। প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম স্বাগতম তৃতীয় মাত্রায়। ড. ফাহমিদা খাতুন প্রতিবছর বাজেট একটা প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রিক আলোচনা হয় এবং এই বছর বাজেটে আমরা প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রিক আলোচনা খুব একটা শুনতে পাইনি। বাজেটের মধ্যে প্রবৃদ্ধি বিষয়টা বড় করে দেখানো হয়নি। এই বিষয়ে যদি কিছু বলুন।

ড. ফাহমিদা খাতুন: কিছুটা সত্যি কিন্তু পুরোটা না আমরা দেখি যে বাজেটে প্রবৃদ্ধি নিয়ে কি বলা হয়েছে এবং সেখানে বাজেটে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাটাই ধরা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের একটা প্রাক্কলন দেয়া হয়েছে যে সেটা কেমন হতে পারে এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরের একটি হিসাব দেওয়া হয়েছে যে আগামী বছর কেমন হবে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি কথা বলা হয়েছে যে ৬ দশমিক ১ শতাংশ হবে। যেখানে ২০১০-২০২০ অর্থবছরে বলা হয়েছিল ৫.২৪ শতাংশ। এটার লক্ষ্যমাত্রা আরো বেশি ছিল ৮ দশমিক ২ শতাংশ যেহেতু কভিডের কারণে আসলে প্রবৃদ্ধি কমবে তাই তা ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ দেখানো হয়েছে। তারপর ২০২১-২০২২ সরকার থেকে বলা হয়েছে যে এটা ৬ দশমিক ১ শতাংশ হবে। তাহলে এই ৬ দশমিক ১ শতাংশ কোথা থেকে হবে ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ থেকে। আমাদের প্রবৃদ্ধির জন্য যেসকল সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নতি রয়েছে সেগুলো কি ধরনের হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ২০১৯-২০২০ থেকে অর্থনীতি অবস্থাটা ভালো ছিল। মোটাদাগে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব, সেখানে কি সরকারি ব্যয় বেড়েছে খুব একটা। সেখানে কি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বৃদ্ধি হয়েছে। বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রারও সেটা কি আসলে পূরণ হয়েছে। এরকম সূচকগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে আর এই অর্থনীতিতে ৬ দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধিটা কোথা থেকে আসলো। তথ্য নিয়ে একটা বিভ্রান্তি থাকা একসাথে বাস্তবের সাথে আসলে একটা লজ্জা কত কাজ করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে ২৬ থেকে ২৪ এর কাছাকাছি। গত ৫ থেকে ৭ বছরে এই জিডিপি'র সাথে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ ২৩% আটকে ছিল। অথচ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সেটা বাস্তবে এতটা বেড়ে যাবে সেটা বাস্তবের সাথে মিল পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ করোনার কারণে ব্যবসায়ীরা তো এখন দাঁড়াতেই পায়না এবং ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ তো স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বাড়ছে না ব্যক্তি খাতে ঋণপ্রবাহ সেটাও

কিন্তু কম তাহলে বিনিয়োগটা কোথা থেকে আসলো এটি একটি বিষয়। রপ্তানি এবং আমদানি ক্ষেত্রে কিছুটা আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে কিন্তু আগের মত আমরা কিন্তু নাই। শতাংশ প্রবৃদ্ধি দিকে আকর্ষণ সে আকর্ষণটা কিন্তু কমেই আমি বলব। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের যে হিসাবটা অনেক বেশি কম বিশ্বব্যাপক কিংবা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল তো সেই দিক থেকে বলা যায় যে প্রবৃদ্ধির মোহটা কিছুটা হয়তো বা কম তবে একেবারেই সেটা বিলীন হয়ে যায়নি এখন আমাদের সেটা প্রতি আকর্ষণ আছে বেশি করে দেখানোর এইটা আমার একটা প্রাথমিক বক্তব্য। আরেকটা জিনিস যদি আমি দেখি যে বাজেট টা কি প্রেক্ষিতে তৈরি হলো। প্রেক্ষিত তা যদি আমরা দেখি তাহলে আমি কিছুক্ষণ আগেই বললাম ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কিছুটা প্রবৃদ্ধি হচ্ছে কিন্তু আগের অবস্থানে নেই। আমাদের রেমিটেন্স এখন ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার যে বিনিয়োগ হার সেটিও একটা স্টেবল অবস্থায় আছে। আমাদের ব্যালেন্স অফ পেমেণ্ট বা লেনদেন ভারসাম্য সেটাও ভালো অবস্থানে আছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সেটি স্বস্তিকর অবস্থায় আছে। এগুলো এটা একটা ভালো দিক এবং একটি সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা আমি বলতে পারি। কিন্তু অন্যদিকে কিছু নেতিবাচক বা চিন্তার বিষয় রয়েছে যেমন সরকারি ব্যয়ের গতিময়তা কিন্তু বাড়েনি। আমাদের খাদ্যমূল্য কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। আমাদের রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েছে কিন্তু করোনার কারণে তারা নতুন করে কিন্তু যেতে পারছে না। ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ ও তো আমাদের টি স্ববিরতার মধ্যে রয়ে গেছে। এখানে ঋণ প্রবাহ কমেছে কিন্তু এই প্রেক্ষিতে যে বাজেটে দাওয়া হল সেখানে যে অনুমান করা হচ্ছে যে আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি কেমন হবে। সেখানে মূল্যস্ফীতি কেমন হবে সেখানে বিনিয়োগের হার কেমন হবে এবং সেখানে আমদানি-রপ্তানি বৈদেশিক বাণিজ্য কি হবে এটার ক্ষেত্রে অনুমিতি দেওয়া হয়েছে সেখানে সমস্যা রয়েছে। সেখানে আমরা যদি দেখি অষ্টম পঞ্চবার্ষিকীতে যে প্রাক্কলন করা হয়েছিল এই বাজেটে যদি দেখি সেটার চাইতে অনেক বেশি। এটা একটা সামঞ্জস্যের অভাব তবে অনেক বেশি হওয়ার মতো আমাদের দেশে এখনও পরিস্থিতি দাঁড়ায়নি। কোভিড থেকে তো আমরা যে মুক্তি পাব সেটা তো অনিশ্চিত কিন্তু হঠাৎ একটা উন্নতি হবে যেমন এই অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী প্রাক্কলন থেকে আমাদের আগামী অর্থবছরের সবকিছু ঊর্ধ্বমুখী হবে এটি আবাস্তব। শুধুমাত্র জিডিপি এবং মূল্যস্ফীতি ছাড়া বাকি সবগুলি সূচক ঊর্ধ্বমুখী এই অবস্থা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আরেকটি কথা যে, বিনিয়োগের কথা বলা হচ্ছে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ ২৫% হবে যেটা আগে আসলে স্ববির ছিল হঠাৎ করে কিভাবে বিনিয়োগ বেড়েছে এটি একটি বিষয়। ইম্প্লেমেন্টেশন ক্যাপিটাল আউটপুট একথা আমরা যদি বলি অর্থাৎ আমি এক টাকা বিনিয়োগ করে কত টাকা ফেরত পাব। বিনিয়োগ করে উৎকর্ষতা বাড়বে অর্থাৎ এত টাকা বিনিয়োগ করলে আমি আগে যেটা পাইতাম সেটা আমি এখন আরো পাব সেটাও দেখাচ্ছে কিন্তু সেটা আমরা কি হঠাৎ করে খুবই ইফিসিয়েন্ট হয়ে গেলাম এটাও একটা বিষয় এই সমস্ত বিষয় গুলো অনুমতিতে একটা ফারাক রয়েছে। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে সে কারণে এই অংকের সংখ্যাগুলোর বাস্তবতার সাথে একটা ব্যবধান রয়ে যায়।

জিল্লুর রহমান: তথ্যের অভাব বিষয়টা বুঝিনি।

ড. ফাহমিদা খাতুন: তথ্যের অভাব বিষয়টা তথ্যের উৎস টা হবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সরকারের মধ্যেই বলা আছে একমাত্র তারাই কিন্তু এই তথ্য টা দিতে পারবে। দুটো জিনিস যেখানে বলা যায় যে, প্রথমত যে সার্ভে গুলো করা হয় জনসংখ্যা সার্ভে, প্রবৃদ্ধির সার্ভে এগুলো সময়মতো যদি তথ্যগুলোর না দেওয়া হয় যা আগে তথ্যগুলো তো একটা ডায়নামিক সিচুয়েশন সেটা আগেরটার সাথে এখনকার বাস্তবতা কিন্তু মিলবেনা আমার দুই বছর আগে কোভিডছিল না এটি কিন্তু একটি বিষয় আসলে

কি মাঠ পর্যায়ের সাথে সামঞ্জস্য আছে কিনা যে সকল তথ্য দেখি সেগুলোর সাথে এটাও একটা বিষয়। সময়মতো এবং তথ্য যদি সঠিক না থাকে তাহলে তো নীতিনির্ধারণ আমি সঠিকভাবে করবো না। এর পরিপ্রেক্ষিতে যে নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হবে সেইটা থেকে কিন্তু আমরা আশানুরূপ ফলাফল পাব না। এই তথ্যটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ

জিল্লুর রহমান: জি আসবো আবার আপনার কাছে। প্রেক্ষিত হিসেবে যদি আমরা করোনাকে বিবেচনা নেই এবং বলা হচ্ছে এবং বারবার জিনিসটা অ্যাড্রেস করা হচ্ছে জীবন-জীবিকার যে বিষয় এই বাজেটে সেই করে না কে কতটুকু প্রাধান্য দেয়া হয়েছে?

ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম: ধন্যবাদ জিল্লুর ভাই আমি আসলে তো অর্থনীতিবিদ না কিন্তু ফাহিমদা আপনার কথা শুনছিলাম। কবিডের প্রেক্ষাপটে বাজেটটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে। আমি আমি যেহেতু জনসংখ্যা নিয়ে কাজ করি জনসংখ্যার পূর্ণাঙ্গ এবং উপবিষ্টি এই সকল জিনিসগুলো আমি দেখার চেষ্টা করি। করোনার কারণে বাজেটে যে উপবিষ্টি রয়েছে সেগুলো কতটুকু লাভবান হয়েছে এবং কারা কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাজেটতো মূলত একটি পরিকল্পনা এবং সে পরিকল্পনা কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু জনসংখ্যা। এটাতে আমি কিভাবে বিচার করছি তার একটি কোয়ালিটিটিভ ডাইমেনশন রয়েছে এবং কিছু পরিমাণগত ডাইমেনশন রয়েছে। করোনার কারণে যুব গোষ্ঠী কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটি রিকভার করার জন্য কি পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। বয়স্ক জনগোষ্ঠী যারা রয়েছে তাদের উপর কি ধরনের প্রভাব পড়েছে। একইভাবে বস্তিবাসী যারা, মাইগ্রেন্ট যারা, প্রতিবন্ধী যারা এভাবে যদি সব গ্রুপকে একসাথে রাখার চেষ্টা করি তাহলে দেখা যাবে যে, আমি যখন বাজেটটা দেখছিলাম এই জায়গাটা দিয়ে আমরা অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। করোনার মধ্যে বাংলাদেশ কিন্তু জনমিতি লভ্যাংশ অর্জনের একটা সুন্দর সময় পার করেছে। কিন্তু এ কোভিড আসার পর আমরা সেটিকে কতটুকু বাস্তবায়িত করতে পারব সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এখান থেকে আমি বলব যে বাংলাদেশের যুব গোষ্ঠী বা ওয়র্কিং পপুলেশনের রয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ১৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে যারা রয়েছে তাদেরকে আমরা পরিচিত কর্মক্ষম মানুষ। বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া দুটো দেশের সর্বোচ্চ পরিমাণ জনগোষ্ঠীর রয়েছে। তৈরি করোনার কারণে দেখা যাচ্ছে তাদের কর্মসংস্থানের জায়গাটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের স্বাস্থ্য তাদের শিক্ষাটা কতটুকু বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যখন অর্থনীতিবিদরা জনমিতি লভ্যাংশের বিষয়টা ব্যাখ্যা করে যেমন আমাদের জন্মহার এবং মৃত্যুহার যে কমে আসে তখন বয়স কাঠামোর মধ্যে কিন্তু একটা পরিবর্তন হয়। করোনার কারণে আমাদের মৃত্যুহার যে খুব বেশি হয়েছে তা না কিন্তু বয়স কাঠামোতে পরিবর্তন আসলো। বাংলাদেশ অধিক কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদেরকে আমি কাজে লাগাতে পারছি কিনা। সেটি করতে গিয়ে আমাদের যে ডেমোগ্রাফিক মডেলের কথা আমরা বলছিলাম আমাদের সময় ২০৩১ সাল পর্যন্ত আমাদের নির্ভরশীল মানুষের যে হারটা সেটা অনুকূলে থাকবে তারপর বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়বে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বাজেট টা দেওয়া হয়েছে চিন্তা করছিলাম যে বাংলাদেশের যে পলিসি মেকার রয়েছে তারা কি জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনের বিষয়টি বিবেচনা করে বাজেট প্রণয়ন করেছে কিনা। আপনি বাজেটে এক বছরের সরকারের একটা পরিকল্পনা। কিন্তু তাপ ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফর্মেশনে আপা যে একটু আগে বলল অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রয়েছে। আরেকটি পরিকল্পনা হচ্ছে প্রেক্ষিত বা প্রস্পেক্টিভ লাইন যেটা ২০৪১ সালের সময়কালকে ধরে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী কিন্তু বলা হয়েছে যে স্বাস্থ্য হাতে কি পরিমাণ বাজেটে বন্টন করা হবে। এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কি

পরিমাণ করা হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী তো একটি লিখিত ডকুমেন্টে এই ডকুমেন্টের আলোকে যদি আমরা বাজারটাকে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখব শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের যে কমিটমেন্ট সেটাই রক্ষা হয়নি। স্বাস্থ্যখাতে থেকে কিভাবে কমিটমেন্ট রক্ষা হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি যদি বলি তাহলে এই বাজেটটা আসল শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বান্ধব হয়নি। জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনে যেই বাজেটটা হওয়ার কথা ছিল সেটিও কিন্তু আমাদের হয়নি। ইম্প্লিমেন্ট এ বিষয়টা বাংলাদেশের ১৯৯৩ এবং ১৯৯৪ থেকে এখন যে লেবার ফোর্স আপডেট হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের জিডিপির গ্রোথ বেড়েছে, পার ক্যাপিটা ইনকাম বেড়েছে কিন্তু ইয়ত আনগ্রম্পলয়মেন্ট রেট কিন্তু বেড়ে গেছে। প্রতিবছর যে টু মিলিয়ন লেবার কোর্ট আমার এখানে ঢুকবে যারা অপেক্ষায় আছে এটাকে আমরা শ্রমবাজারে কিভাবে সংযুক্ত করব এই করোনার মধ্যে। আমরা শ্রমবাজারের কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছি। এ যে এক কোটি একত্রিশ লাখ মানুষের কাজের জন্য বাইরে গিয়েছে তাতে কাজে যে ভালনার অ্যাবিলিটি রয়েছে নতুন করে আমরা যে মানুষকে পাঠাবো তাদের যে বৈশ্বিক শ্রমবাজার এবং স্থানীয় শ্রমবাজারের মধ্যে একটা সমন্বয় হবে কিভাবে সেটিং একটা চিন্তার বিষয় রয়েছে। বাজেটে জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনের জন্য আমরা যে বারবার আরগুই করে আসছি সেটি আসলে আমরা খুব দেরিতে অনুধাবন করেছি। ২০১৬ তে পঞ্চবার্ষিকীতে প্রথম স্বীকৃতি পেল এই বিষয়গুলো। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী তে এই বিষয়গুলো একটু পরিকল্পনা এসেছে বৃহৎ পরিসরে। কিন্তু আমাদের হাতে সময় কম। প্রথম ডেমোগ্রাফিক ডিবেটে আর মাত্র ১৫ বছরের সময় রয়েছে। ১৫ বছর সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে যদি আপনি সত্যি কারের সমৃদ্ধশালী দেশ করতে চান গৃহ গোষ্ঠী আমাদের রয়েছে তাদেরকে আমরা অ্যাসেস্ট মনে করছি কিন্তু তারা কি আসলেই অ্যাসেস্ট হবে কিনা সেটি নির্ভর করছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমরা কি বিনিয়োগ করছি। তৈমুর তার মনে করছে এটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আপনি যদি পরিসংখ্যানগত ভাবে আসেন তাহলে তো বলব যে ইউনেস্কোতে ডিক্লারেশন এ বলা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে কি পরিমাণ জিডিপি আপনার দিতে হবে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ডাবলুই এইচ ওয়ের. এর রিকমেন্ডেশন দেওয়া আছে। সাউথ এশিয়ান কান্ট্রির সাথে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে যে জায়গা গুলোতে আসলে গুরুত্ব দেয়া উচিত সেই জায়গাগুলোতে আসলে বাজেটের ডিস্ট্রিবিউশন গুলো আসে নাই। অর্থমন্ত্রী কিন্তু তার বক্তৃত্তায় উল্লেখ করেছে যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের যে সুযোগ সেটি বাংলাদেশ পুরোপুরি ভোগ করতে পারছে না। এজন্য উচ্চমানের প্রশিক্ষণ দরকার। উচ্চমানের প্রতিষ্ঠান আমরা তৈরী করব সেখানে কি পরিমাণে বিনিয়োগ হবে এই দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করতে গিয়ে আমাদের যে অ্যাকেশনাল শিক্ষা এই এরিয়া আই আইডেন্টিফাই করেছেন। এটা অবশ্যই একটা পজিটিভ জিনিস আমি বলব অর্থমন্ত্রী একটা ভালো সুযোগ নিয়েছেন। কিন্তু এই জিনিসটা তিনি সম্পূর্ণ অর্থে রিয়েলাইজ করতে পারেন নি এইযে ডেমোগ্রাফিকের বিভিন্ন বেনিফিট পেতে গেলে যে স্বাস্থ্য টা ঠিক করতে হবে বিকাশ হেল্প হিউম্যান ক্যাপিটাল। স্বাস্থ্যটাকে আমি ক্যাপিটাল হিসেবে চিন্তা করছি তিনি এবং সেখানে আমি কি বিনিয়োগ করছি এবং এর থেকে পরিত্রান কিভাবে পাব। যে জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদেরকে ভ্যাকসিন দিতে হবে। ভ্যাকসিন দেয়ার জন্য যে বাজেট আপনি দেখেছেন সেই ভ্যাকসিন দেয়ার ক্যালকুলেশন তো অন্যরকম। অনিক বক্তব্যে বলেছিলেন যে প্রতি মাসে ২৫ লক্ষ ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করবেন। হিসেবে বাংলাদেশে ৭২% জনগোষ্ঠী হচ্ছে ১৫ বছরের উর্ধ্ব। এবার তো শতাংশ জনগোষ্ঠীর জন্য যদি ভ্যাকসিন দরকার হয় তাহলে কতটুকু হিসাব করে দেখেন। ৮০% মানুষকে যদি ভ্যাকসিন এর আওতায় আনা হয় তাহলে বলা হচ্ছে যে ১২ কোটি ২৪ লক্ষ মানুষকে সিঙ্গেল ডোজ পাবে আর যদি ডবল ডোজের কথা বলি তাহলে ২৪ কোটি ৪৮ লাখের মত ডোজ লাগবে। সেটাকে যদি প্রতিমাসে আপনি ২৫ লাখ দিয়ে ভাগ দেন তাহলে দেখা যাবে তাহলে আপনার লাগবে ৯৭ দশমিক ৯২ লাখ। ১২ মাসে আমি যদি এটা বিভক্ত করি তাহলে এটা ৮ বছর ১৬ দিন

লাগবে। এতবছর বাংলাদেশের লেবার ফোর্সের মার্কেটে মানুষ কিভাবে অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে নতুন করে যুক্ত হবে বয়স্ক মানুষ বাড়বে বয়স্ক জনগোষ্ঠী বাড়বে এই অবস্থানে মনে করেছে হেলথ সেক্টর এটা আসলে অত্যন্ত প্রায়োরিটির জায়গা। আমরা বলছিলাম যে আমরা যদি এই ৮০% মানুষকে ৮ বছরের ভ্যাকসিন কাভার করি তাহলে তো হবে না। জুতো আমি ভ্যাকসিন সম্পন্ন করতে পারবে ততোই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কাজে সম্পৃক্ত হতে পারে এবং তার কাছ থেকে আমি প্রডাক্টিভ কিছু পাব। সেই ইকোনমিক চাকাকে সচল রাখবে। আমি মনে করি হেলথের এই জায়গাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সরকারের যে কমিটমেন্ট ছিল সেই কমিটমেন্টের জায়গায় কিন্তু নাই তাই মন্ত্রীমহোদয়কে রিকোয়েস্ট করব এই জায়গাটা আরো বেশি নজরদারিতে অবশ্য বরাদ্দ বাড়িয়ে ও তারা কি করবে। এমন একটা সেক্টর যেখানে তাদের সক্ষমতার ঠিকমতো তৈরি হয় নাই। দেখা যাচ্ছে যে বাজেট দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেটাকে ঠিকমতো ইউটিলাইজেশন করতে পারছে না। আজকে জুন মাস চলে যাচ্ছে কিন্তু। কত পারসেন্ট বাজেট ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছে সেটা আপাও আসলে ভালো বলতে পারবে। অনেক সময় আমরা শুনেছি যে ৭৫ পারসেন্ট নাকি ইনফিল্ট্রেশন হয়েছে তো বাকি ২৫% যে আমরা করতে পারছি না কেন পারছি না সেই জায়গা গুলো কি কি আমি আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি। আমি যেহেতু অর্থনীতিবিদ না কিন্তু জনমিতিক জায়গা থেকে আমি বলতে চাই হেলথ এবং শিক্ষার দুটি জিনিস হচ্ছে মানবসম্পদ জেনারেট করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটো খাতি আমি মনে করি অনেক বেশী একটি জায়গা। আমি মনে করি যে বর্তমান যে বাজেট দেয়া হচ্ছে সেটিতে কিছু কিছু ভালো দিক রয়েছে কিছু কিছু জিনিস অবশ্যই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যেমন সামাজিক নিরাপত্তার বিষয় গুলো কথা হয়তো পরে সুযোগ পেলে বলবো। তবে সার্বিকভাবে যদি বলি তাহলে হেলথ সেক্টর এখনো ঠিকমতো আসলে উন্নয়ন করা সম্ভব হয়নি।

জিল্লুর রহমান: ড. ফাহমিদা খাতুন শিক্ষা-স্বাস্থ্য সামাজিক নিরাপত্তা বলা হচ্ছে অনেক মানুষকে যুক্ত করা হয়নি। যারা বই পড়ে রয়েছে তারা চিকিৎসার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

ড. ফাহমিদা খাতুন: ধন্যবাদ কয়েকটি পয়েন্টে সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যে আসা হবে। উনি বলেছেন যুবকদের কথা যে জনমিতিক ডেমিক্রেন্টদের কি করা উচিত? এখন থেকে কর্মসংস্থান কোথা থেকে হবে? কর্মসংস্থানের জন্য বিনিয়োগ দরকার সেটা বেশি বিনিয়োগ বিদেশি বিনিয়োগ। কিন্তু আমরা বেসরকারি বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল বেশি। এখন এখানে বিনিয়োগ বাড়ার জন্য বা ব্যক্তিখাতে কর্মকাণ্ডকে আরো চাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনার জন্য যে সুযোগ গুলো দেওয়া হলো সেখানে দেখা গেল বড় শিল্প প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প তারাই এই সুযোগ সুবিধাগুলি যেমন করার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের ছাড় দেওয়া হয়েছে। যেটা এডভান্স ইনকাম ট্যাক্স বিএটি মূল্য সংযোজন কর কিংবা ট্যাক্স এক্সামসন অবকাশ ছার কলম নানা ধরনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এবং সে উদ্দেশ্যটা আমদানি প্রতিস্থাপন শিল্পকে গড়ে তোলার জন্য এবং দেশীয় প্রোডাক্ট দেশীয় বাজারকে মাথায় রেখে দেশীয় পণ্য উৎপাদন করণ। দেশীয় বাজারে চাহিদা হলে আমরা আশা করি যে এটা বিদেশেও রপ্তানী করা যেতে পারে। খুবই একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ বলা যাবে। কিন্তু এখানে প্রাতিষ্ঠানিক এবং বড় বড় ব্যবসা লাভবান হবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে যারা অতি ক্ষুদ্র তারা এই সুবিধাটা পাবে না। তাদের এটা সক্ষমতাও নাই তাদের জন্য এটা করা হয়নি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই যে ছোট ব্যবসা এদের থেকে আমাদের অনেক কর্মসংস্থান হয়। এরাই কিন্তু আসলে বড় কর্মসংস্থানের জায়গা এবং আমাদের জিডিপি ২০% উপরে এই ছোট এবং অতি ক্ষুদ্র ব্যবসা গুলো থেকে আসে। এই বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে খাতের অবদান টা বাড়িয়ে ৩২% এর উপরে নিয়ে যাওয়া হবে। তাহলে সেটা যদি হয় এই বাজেটে তাদের জন্য কত সুবিধা

নাই। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে সমস্ত মন্ত্রণালয় সরাসরি কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়, যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মন্ত্রণালয় এই চারটা সরাসরি জড়িত। একটা বরাদ্দকৃত বাস্তবায়নের হার ৪৪.৭% প্রথম ১০ মাসে। এবং তার পরে তাদের বরাদ্দ এই বছরে আরো কমানো হয়েছে। তারপরে তাদের অনেক প্রকল্প থেমে আছে। একটি অর্থ ছাড় করলে তাদের থেকে কর্মসংস্থান করা যায়। এটি একটি বিষয়। এখন যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা হয় তাহলে শিক্ষার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? জিডিপির হিসাবে এটা আরও কমে গিয়েছে। আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেটা বলা হচ্ছে তার থেকে অনেক কম। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বলা আছে .০.৫% জিডিপি। এই অর্থ দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় যে স্বাস্থ্যব্যবস্থা সেটি আমরা পূরণ করতে পারিনি। কভিডের ফলে যে চ্যানেলগুলো সেটি কিভাবে পূরণ করবো? এখন সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আসা যাক। আমরা মানব সম্পদের উপর জোর দিচ্ছি মানবসম্পদ উন্নয়ন না হলে কি হবে? এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনীর ক্ষেত্রেও যারা অতি দরিদ্র এবং নগর দারিদ্র্য তাদের জন্য কি আছে? সামাজিক নিরাপত্তা জিডিপির আকার দেখলে একেবারে একই। ২০২১ অর্থবছরে যেটা চলে যাচ্ছে সেটা সংসদে বাজেটে ৩.১% বরাদ্দ। আর ২০২২ অর্থবছরে ৩.১১ অর্থাৎ .০১ বাড়ানো হয়েছে। তারপর সেখানে আছে সরকারি কর্মচারী এবং তাদের পরিবারদের জন্য পেনশন। সেটা গত অর্থবছরে ২৩০০০ কোটি টাকা ছিলো এটা এখন বেড়ে ২৬৬৯০ কোটি টাকা হয়েছে। এটাকে যদি বাদ দেই তাহলে আমাদের সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্ঠনীর জন্য যে বরাদ্দ এই বছরে কমেছে। এখানে অনেক কর্মসূচির জন্য কাটছাঁট করা হয়েছে যেগুলো সরাসরি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য জড়িত সেখানে বরাদ্দগুলি কমিয়ে দেওয়া হলো। দরিদ্রদের জন্যে এগুলি কোন যুক্তিতে কমানো হলো যেগুলো আরো বেশি প্রয়োজন। সঞ্চয়পত্রের সুদ সেগুলি আছেই। একটা বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ সেগুলোর খাতে ১৫% কর্পোরেট ট্যাক্স দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিখাতে যারা করে তাদের তো লভ্যাংশ হয়। কর দিলে হবে যেমন সমস্যা এক জায়গায় সমাধান খুজছি আরেক জায়গায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাভ কেউ ঘরে নিতে পারে না। শিক্ষার কোন বিনিয়োগ করা হয়। প্রাইভেট হসপিটাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো করোনার সময় প্রণোদনা চাইছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন রেগুলেটরি সংস্থা যারা তারা তদারকি করবে যে তারা এই শিক্ষার মান উন্নত করেছে কিনা? তা না করে টেক্সট যদি হয় তাহলে সেটা করা কথা না। প্রণোদনা চাওয়ার কোনো যুক্তি নেই। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী একা না তাদের পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু টিউশন ফি কমানো হয়নি। কিন্তু অনলাইনে যে শিক্ষাটা দেওয়া হয়েছে সেই একই রকম শিক্ষার মান আসছে না। আমরা এতে অভ্যস্ত না কারণ ঘরে বসে তারা কিভাবে পরীক্ষা দিচ্ছে এটা আমাদের নতুন করে একটা ধারা আছে। সুতরাং শিক্ষার মান একরকম হল না কিন্তু আমি অন্য ধরনের চাহিদা তুলনা করলাম সেটা হবে না। বাতির টা দেখলে মনে হচ্ছে তাদের এখানে প্রভাব আছে তারাই করেছে। বেষ্ঠীন হাতে একটা বড় কোন সিদ্ধান্ত রয়েছে এখানে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক একটা বিষয় দেখতে হবে সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় কারা আছে? সংসদে যারা আছে তারাই একটা নতুন প্রভাব ফেলতে পারে নীতি তৈরীর ক্ষেত্রে। কিন্তু বাকি যে বিরাট জনগোষ্ঠী তারা কি এই বাজেট প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে? সংসদ সদস্যরা জনগণের প্রতিনিধি কিন্তু তারা বাজেট প্রক্রিয়ার সময় কি জনগণের সাথে আলোচনা করেন? যে কি ধরনের সমস্যা আছে সে সমস্যা গুলো এনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে তুলে ধরা হয়? সেই প্রক্রিয়া নেই বলে তাদের দাবি-দাওয়া প্রয়োজনগুলো আসেনা। এই বাজারটা তার একটা জলজ্যস্ত প্রমাণ। কারণ এখন নতুন দরিদ্র সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের অবশ্য কোনও জরিপ নাই এখানে। সরকার একটু দ্রুত সার্ভে করতে পারতেন তাদের বিশাল জনগোষ্ঠী আছে অর্থ আছে। কিন্তু ছোট ছোট সংস্থা এটা করতে পারছে না যার ফলে নতুন যে দরিদ্র সৃষ্টি হয়েছে তাদের কারো জন্যই এখানে কিছু নাই। গত বছর ৫০ লাখ পরিবারকে ২৫০০ টাকা করে দেওয়ার কথা ছিলো ৩৫ লাখ পেয়েছে। তার পরেও যারা পাওয়ার কথা তারা

পায়নি। এটাই প্রশ্ন রাজনৈতিক অর্থনীতি এটাতে ব্রাট কাজ করে বাজেটের পরে বাজেটের আগে এখন কি আমরা সংসদের উত্তপ্ত আলোচনা দেখবো? যে সমস্ত উন্নত দেশ গণতান্ত্রিকভাবে শক্তিশালী দেশ সে সমস্ত দেশে বাজেট ঘোষণার পরে অনেক দীর্ঘ আলোচনা হয়। আর এ আলোচনা ফলে অনেক সময় কোন কোন দেশের সরকার বদলে যায়। তারপরে বাজেট পরিকল্পনার সময় তিন মাস পর পর আলোচনা করা যায় বাজেট কতখানি বাস্তবায়িত হলো? কেন হলো না কার দায়িত্ব ছিলো কোথায় দুর্বলতা আছে? সেগুলো আলোচনা করলে একটা সচলতা আসে। তিন মাস পর পর আলোচনার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু সম্পূর্ণ বাজেট নিয়েও প্রাক্টিক্যালি কোনো আলোচনা হয় না। এই যে সংস্কৃতিটা একটা ছোট পরিমণ্ডলের ভিতরে হয়ে গেছে। বাজেট কোন প্রাইভেট ভিত্তিক না এটা পাবলিক বিষয় এটা পাবলিকলি করা হবে। জনগণের সুবিধা-অসুবিধা মাথায় নিয়ে করা হবে। তাহলে এই যে প্রতিফলনটা হলো এবারের বাজেটে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ফিলোসফিটা কি আমি দিলাম এবারের বাজেটে ব্যক্তি খাতের ব্যবসা-বাণিজ্য হবে এবং এরপরে অন্য জনের কাছে যাবে। অর্থাৎ আমাদের পাইটা এবং সেখান থেকে বড় হলেই ভাগটা সবাই পাবে। কারণ এটা অটোমেটিক না সরকারকে ইন্টারফেয়ার করতে হয়। সরকারকে পুরো অ্যাক্টিভলি পদক্ষেপ নিতে হয়। এবং পদক্ষেপ নেয়ার জন্য একটা ইন্সট্রুমেন্ট হলো বাজেট। অর্থাৎ এই বাজেটের আমার মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা আছে সেগুলো আমি কিভাবে বাস্তবায়িত করবো সেগুলো অর্থের আয়-ব্যয় দিয়ে পূর্ণ করবো। এবং হিসাব করার পরে আমি সেটা কিভাবে বিনিয়োগ করবো এবং সেটা বিনিয়োগ করার ফলে আমি কিভাবে অর্থনীতিতে বান্টোন করবো। শুধু হিসাব-নিকাশ না করে এটা একটা বন্টনেরও মাধ্যম। যাদের আয় বেশি তাদের উচু হারে কর দিতে হবে। যাদের কম সেই অনুযায়ী কম দিতে হবে। কিন্তু বড়লাই ছাড় বেশি পেয়ে যাচ্ছে। আরেকটা কিউরি এই যে আমি সুযোগ সুবিধা গুলো দিলাম এটা ভালো করে চলে আসবে ছোটদের কাছে। কিন্তু সেই পদ্ধতিটা কাজ করে কখন? সেটা যদি আমার একটা ভালো সিস্টেম থাকে সবার জন্য একটা লেবেল থাকে একটা সুশাসন থাকে কিংবা একটা স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় থাকে তখন সিস্টেমটা কাজ করে। এখানে ব্যক্তি খাতের মধ্যে সবাই একই অবস্থায় নাই। কেউ কেউ ন্যায় অন্যায় ভাবে অনেক ধরনের সুযোগ থাকে নিয়ে যাচ্ছেন। আবার অনেকে নিয়ম মেনে করছেন। এরকম একটা ডিস্ট্রিবিউশন প্রক্রিয়ার মধ্যে এই সুযোগ সুবিধা গুলো দিলাম সেটার মধ্যে অটোমেটিক এই সুযোগ আসবে সেটা হয় না। কিসের জন্য সরকারকে বাজেট এর মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলতে হয়। এবং তাদের জন্য ছাড় দিতে হয় তাদের জন্য বণ্টন করতে হয়। বর্ধমানের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলা হলো অর্থ দেয়ার কথা। ভাতার ক্ষেত্রে দেখা গেলে এই ৫০০-৭০০ টাকা দিয়ে আমাদের মূল্যস্থিতির সাথে কি রকম সংযোজন হলো সেটাও আমরা বিবেচনা নেই না। কভিডের সময় যে বাজেট হওয়ার কথা ছিলো সেটা আমরা দেখছি না। গত বছরের বাজেটে তেমন একটা স্বচ্ছতা ছিলো না। কিন্তু এই বছরে সেটা এসেছে যে কভিড রিঅর্গানাইজ করা হয়েছে এবছর সেটাও না। মনে হচ্ছিলো যেন কভিড এসেছে এবং খুব দ্রুত চলে যাবে ২০এ রিকভারির একটা চিন্তা করা হয়েছিলো। তখনও বলা হয়েছিলো এটা আসলে বাস্তবতার সাথে মিল কিনা? এখন যদিও স্বীকার করা হয়েছে যে কভিড এর ফলে ক্ষতি হয়েছে। তার পরেও যে কার্যক্রম পদক্ষেপ নেওয়া হলো সেটা আসলে বাস্তবের সাথে মিল নেই। সেটা দিয়ে খুব একটা সুফল আসবে বলে আমার কাছে মনে হয় না।

জিল্লুর রহমান: জি ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম।

ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম: সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে ভাতার কথা বলছিলেন, দেখুন আমরাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সাইন্সেস বিভাগ থেকে জাতিসংঘের জনসংখ্যা উন্নয়ন কর্মসূচিতে

আমরা একটা গবেষণা করেছিলাম। সেটা ছিলো বয়স্ক জনগোষ্ঠীর ওপরে গবেষণা। প্রায় ৫৭০০ বয়স্ক মানুষের উপর সারা বাংলাদেশে ধরে গবেষণা করা হয়েছিলো। এবং একটা সার্ভের উপর ছিলো। এবং একটা প্রশ্ন ছিলো এই যে সামাজিক নিরাপত্তা যে সোশ্যাল সিকিউরিটি সাপোর্ট আপা যে ৫০০ টাকার কথা বললো তখন ৩৫০-৪০০ টাকার মতো দেওয়া হতো। এখন এটা ১০০ বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। এখন আমি যে জনমিতি নিয়ে কাজ করি, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ৫.২% হচ্ছে ৬৫র উর্ধ্ব জনসংখ্যা। হঠাৎ যদি ১৭ কোটি জনসংখ্যার চিন্তা করেন তাহলে ৮৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৫র উর্ধ্ব। আর যদি ৬০র উর্ধ্ব চিন্তা করেন তাহলে ৮.২% জনসংখ্যা। এবং এই ভাতা যারা পায় তাদের মধ্যে নারী এবং পুরুষের বয়সের একটা সীমা করে দেওয়া আছে। ৬৫র উপরে হলে পুরুষরা এটা পেয়ে থাকে। সেই প্রেক্ষাপটেই চিন্তা করলে ৮৮ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষের মধ্যে যারা ভাতা পাচ্ছে বা দেওয়া হচ্ছে সরকারের পরিকল্পনায় বলা হচ্ছে ৪৯ লক্ষ্য। আগে যে ৪৯ লক্ষ মানুষকে বৃদ্ধ ভাতা দেওয়া হলে এখন আরও ৮ লক্ষ মানুষ যুক্ত হয়েছে। তার মানে মোটামুটি ভাবে ৫৭ লক্ষের মতো বাতা আসবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, কভিডকালীন অবস্থায় ৩৫ লক্ষ মানুষকে ২৫০০ টাকা করে দেওয়া হলো। এখন এর মধ্যে যখন সোশ্যাল সিকিউরিটি আসলো তখন দেখতে পেয়েছি ১ লক্ষ ৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ। এর মধ্যে আবার আমাদের মুক্তিযোদ্ধা যারা আছেন তারা আগে ১২ হাজার টাকা করে পেতেন এখন তারা ২০ হাজার টাকা করে পাবেন। এই টাকা করে ধরলে দেখা যাবে যে ১ হাজার ৯২৩ কোটি টাকা চলে যাবে এই মুক্তিযোদ্ধার এনাউন্সে। তারপর রয়েছে অসুস্থ মানুষেরা তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাই যে নিউ প্রপার্টি যারা তৈরি করলেন এটা নিয়ে একটা মত পার্থক্য রয়েছে কিন্তু প্রপার্টি যে তৈরি হয়েছে এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এবং এ সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমরা চিন্তা করি যে এই অন্তর্ভুক্ত হবে কারা? এর মধ্যে দেখা যায় যারা একটি তালিকা তৈরি করে এই তালিকা কি আসলে নির্ভুল তালিকা? প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এটা। কারণ তাহলে ওই ৫০ লক্ষ্য তালিকার মধ্যে ১৫ লক্ষ্য বাদ পড়লো কি কারনে? আমরা যখন গবেষণা করতে গিয়েছি ফিল্ড লেভেলে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় কারা যাদের সাথে যোগ সংযোগ রয়েছে এবং এই যোগ সংযোগটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক যোগ সংযোগ হয়ে থাকে। সত্যিকারে নিডস যারা আছে তারা আসলে ডিসক্রাইব হচ্ছে কিনা? প্রথম কথা হচ্ছে ওই লিস্টটাই ফল্ট নেই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে লোকাল গভারনমেন্ট যিনি থাকেন তাদের দায়িত্ব টা হচ্ছে তারা সঠিকভাবে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং এখানে সিভিল সোসাইটির গ্রুপ যেটা রয়েছে তারা কতটুকু ইনভলভমেন্ট হয়েছে। বা ট্রান্সফারেন্সির মাধ্যমে এই যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যে জায়গাটা স্বাভাবিকভাবে আমি বলব এখানে ঘাটতির একটা জায়গা রয়েছে। আমি স্বাভাবিকভাবে একটা বাজেট বানালাম এটা সঠিক ভাবে গিয়ে পৌঁছালে কিনা সেটা চ্যানেলের মাধ্যমে যে ভোগান্তিটা এই ভোগান্তিটা আসলে বড় একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। বাজেটে অবশ্যই অর্থ বরাদ্দ হবে কিন্তু নাগরিকের তার এক ধরনের মধ্যে তার ফিলিংসটা হবে সে হ্যাপি কিনা? ৫০০ টাকার ভাতায় আপনি কি মনে করেন কি হবে জীবনে? এমন কি কাজ করতে পারে আমরা এত উন্নত দেশে দিকে চলে যাচ্ছি এত কি কাজ করতে পারে তাহলে ওল্ডএজ পিপলদের ভাতাটা আরেকটু বাড়ালে সমস্যা কোথায়? এখন এই যে কাভারেজের যে জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় মোর কাভারেজ বাড়ানো দরকার এবং এই জায়গাটা আরো বেশি স্বচ্ছভাবে এই যে জনগোষ্ঠী আছে এইযে কিছু টাকা বেড়েছে ১৯ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা বেড়েছে গত বছরের তুলনায়। এইযে বাড়লেও যদি জনসংখ্যার প্রকৌশল দেখা হয় তাহলে সেটা আরও কমে যাচ্ছে। তো সে প্রেক্ষাপটে এটা আরো বাড়ানো উচিত। সেটা আমি আপার সাথে একমত হয়ে বলছি যে এই বাজেটে টাকাটা আর একটু বাড়ানো উচিত ৫০০ টাকা আসলে অনেক কম। মানবিক জীবন ধারণ করতে গিয়ে এমনও অনেক বৃদ্ধের দেখি যে চোখ থেকে পানি পড়ে গেছে। আমি সামাজিক বিষয় নিয়ে

কাজ করি গবেষণা করতে গিয়ে আমাকে ইমোশনাল হলে চলবে না। এমন অনেক বৃদ্ধ রয়েছে যাদের সম্ভান নেই তাদেরকে কে দেখবে? এই বৃদ্ধ মানুষদের নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে কারণ বাংলাদেশ ২০২৯ সালে এলরেডি সোসাইটিতে পরিণত হবে। যে গতিতে আমাদের বয়স্ক লোকের সংখ্যা বাড়ছে আমরা কি আসলে আমাদের বৃদ্ধদেরকে সুস্বাস্থ্যবান মানুষদেরকে দেখতে পাবো কিনা এই নিয়ে আমাদের একটা সন্দেহ রয়েছে। তখন যেটা বললাম একটা দেশের জনসংখ্যা যদি ৬৫র উপরে চলে যায় তাহলে সেটা তখন সেটা বয়স্কদের কাতারে চলে যায়। তাহলে এদের আমরা কিভাবে সামাজিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত করবো সেটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে। এই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি যেহেতু ভেঙে যাচ্ছে সম্ভানরা বাবা-মা সাথে থাকছে না তাদের কেয়ারিং এ জায়গাটা কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে। তো এটা গেল সোশ্যাল সিকিউরিটি কথা। বয়স্ক জনগোষ্ঠী কিন্তু ভান্ডারেবল না তাদেরকে ওই ভাবে দেখলে চলবে না। তাদেরকেও যদি হেলথি লিভিং করা যায় তাহলে তারাও দেশের জন্য অ্যাশেট হয়ে দাঁড়াবে। তারাও দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনটা ঘটেছে। আমাদের প্রথম অর্থনৈতিক লভ্যাংশ নিশ্চিত করার যে সময়টা ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে অনুষ্ঠান হয়ে গেল ওখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ৩৫-৩৬ হচ্ছ আমাদের সর্বোচ্চ সার্ভাইবেল লাইফ। এবং এটার জন্য দরকার তার হেলপ গ্রোথটাকে থিক রাখতে পারছি কিনা? তার সাথে সেভিংস এবং ইনভেস্টমেন্টের যে জায়গাটা রয়েছে তাকে ওই জায়গার মধ্যে সম্পৃক্ত করতে পারছে কিনা? ওই জায়গা থেকে কিন্তু সেকেন্ড ডেমোক্রেটিক জিবিডেন্ট নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং পরিকল্পনা যদি আমি আগে থেকে করি যেমন চায়নাতে অনেক এলডরি সোসাইটি রয়েছে এই এলডরি পিউপিল কিন্তু চিন্তা করতে হবে কিভাবে আমি ওল্ড পিউপিলদের কেয়ার করবো। ভাবনা নিয়ে আসতে হবে তাদেরকে কিভাবে ট্যাক্সি নিয়ে আসা যায়? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্পষ্ট করে বলা আছে যে হেলথতে কিভাবে ইনভেস্ট করতে হবে? এবং আমি যদি তার ধারে কাছে না থাকি তাহলে আমার কিন্তু কমিটমেন্ট হচ্ছে না। তো এ ধরনের প্রতিশ্রুতি উপর আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদের দেশে আসলে যে চাহিদা সেটা আমাদের রিয়েলাইজ করতে হবে।

ড. ফাহমিদা খাতুন: শেষে থেকে আমি একটু বলতে চাই যে বাজেট তার মূল ফিলোসোফি আসলে বলা উচিত। কোথায় বরাদ্দ এখানে একটু বাড়লাম ওখানে একটু কমলাম এটা আমরা আসলে দেখছি। এবং হয়তো সেটা করতে যে মূল একটা টার্গেট থাকে এবং বাট্টা করতে যেয়ে সেখানে এদিক সেদিক করে মনে হয়। যদি এরকমটা করতে যেতাম তাহলে বন্টনের যে একটা দৃশ্য সেটা আমরা দেখতে পেতাম না। বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে এটা করা উচিত। এখন আমরা সামাজিক নিরাপত্তার জন্য চাচ্ছি, স্বাস্থ্যের জন্য চাচ্ছি, শিক্ষার জন্য চাচ্ছি কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য চাচ্ছি। তো কথাগুলো বিশ্বাস ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে আসবে সরকার যেগুলি দেবে টাকাটা কোথা থেকে আসবে বাজেটের আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে রাজস্ব আয় এই রাজস্ব আয় ৯%-৯.৫% এর মধ্যে ঘুরেফিরে আছে। রাজস্বনীতির যে অংশটা এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন। সেখানে আমরা দেখছি না যে এটাকে উন্নত করার জন্য আমাদের কোনো পদক্ষেপ। তো এক বছরের হিসাব দিলাম আগামী ২-৩ বছর ৫ বছরে আমি কি দেখতে চাই যে এই রাজস্ব ব্যবস্থার থেকে যে এত কম রাজস্ব আসে সেটা আমি কিভাবে বাড়াবো সেটার জন্য আমার কি পদক্ষেপ? সেটার জন্য ব্যয় করতে হবে। আমি যদি রাজস্ব বোর্ডে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বাড়তে চাই তাহলে সেখানে আমার কি পরিমান মানুষ সম্পদ নিতে হবে এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য তেমন অর্থ লাগবে সেই পরিকল্পনা আমরা দেখছি না। আসলে এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া বাজেট আসবে প্রতিবছর যাবে সংস্কারটোও তার পাশাপাশি চলবে। এই সংস্কার কর্মসূচি গুলো একটা স্থগিত অবস্থায়

আছে। এর আগে কিছু ভালো ভালো উদ্যোগ শুরু হয়েছিলো যেমন জেলা বাজেট যখন আমি বলছি যে স্থানীয় পর্যায়ে থেকে বাজেটটা আসা উচিত অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায়ে জনগণকে যদি অংশগ্রহণ করতে পারে তাহলে তারা তাদের চাহিদাটা বলবে। তো স্থানীয় বাজেটের জেলা পর্যায়ে যেটা শুরু হয়েছিল তা আমরা আর পরবর্তীতে দেখতে পেলাম না। তো ভালোভাবে ক্ষেত্রে এটা থেমে যায়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে বরাদ্দ ব্যয় করা যে সক্ষমতা সেটারও একটা সংস্কার দরকার। অর্থাৎ জনপ্রশাসনে একটি সংস্কার সেখানেও দক্ষ মানব ব্যবস্থা দক্ষ মানব সৃষ্টি করা অর্থাৎ সেখানে যদি কোন দক্ষ মানব অবহেলা থাকে সেখানে তাহলে সেটার পানিশমেন্ট এবং ইনসেন্টিভ ব্যবস্থা করা সেটা একটা বিষয় তারপর প্রকল্প গুলো যখন বাস্তবায়ন হয়না সেই বাস্তবায়নের জন্য যেটা বললাম এবং ফল হইতে যে মূল্যায়ন যেটা মাইক্রো লেভেলে আমরা করে থাকি যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেটা জাতীয় পর্যায়ের একই। সেটা বাস্তবায়নের জন্য যদি কোন প্রকল্প না নেওয়া হয় এটা আমরা বলি যে গতানুগতিক ভাবে বাজেট আসবে সেটা বড় হতে থাকবে। আরেকটা বিষয় বাজেট বড় হওয়া নিয়ে আমরা গর্ব করার চেষ্টা করি। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে বাজেট তো বড় হবেই এখানে মূল্যস্থিতির একটা বিষয় তারপরে জিডিপির আকার বাড়ছে। তো দুটোকে যোগ করলেই তো ১৩-১৪% হয়ে যায়। তারপরে আমরা একটু প্রবৃদ্ধি দেখতে চাইবো। জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি হার থাকে যদিও এটা কম সুতরাং এটা বারার তো বিরাট বড় হয়ে গেছে গর্বের কিছু নাই। পৃথিবী আমাদের মতো দেশগুলোতে কিন্তু জিডিপির ২০% বাজেটের আকার পায়। আমাদের দেশে ১৭% ছিল আর উন্নত দেশে ৫০%-৬০% আছে। সুতরাং বাস্তবতার জন্য আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু আমরা করবো। কিন্তু আমাদের এমনও সময় গেছে যে আমরা ৯০% বাস্তবায়ন করেছি। এটা আমি বলবো যে সক্ষমতা বাড়ানো সে সক্ষমতা বাজেট বাস্তবায়ন আরেকটা জিনিস দেখি যে আমরা মহোদয় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সক্ষমতা হয়। সেখানে আমরা দেখছি যে বহুল আলোচিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সবচেয়ে কম। জাতীয়ভাবে ৫৯% বাস্তবায়ন হয়েছে আর স্বার্থপরতার হয়েছে ১৭% মতো। সুতরাং এই যে মন্ত্রণালয় তাদের জবাবদিহিতার ব্যাপারটা আছে নাকি সেটাও একটা বিষয়।

জিল্লুর রহমান: ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম যদি কিছু বলার থাকে? ১ মিনিট সময়।

ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম: আমাদের আলটিমেটলি বাজেট আসবে বাজেট যাবে। সেই সেবে ৫০ বছর পূর্তিতে ৫০তম বাজেট অর্থমন্ত্রী প্রদান করেছেন। এর কিছু ভালো দিক কিছু সমালোচনা মূলক জায়গা থাকবে। আলটিমেটলি আমি যে জিনিসটা বলব যে একটা কোয়ালিটি হিউম্যান বেইজ বাংলাদেশ অতি দ্রুত দরকার। দ্বিতীয়ত হচ্ছে সাকসেসফুল অর্থনীতিবিদরা যেটা বলে থাকেন যে এম্প্লয়মেন্ট গ্রোথ দেখতে পারি। তার সাথে আমি বলব কোয়ালিটি পাবলিক ইনস্টিটিউশন আমাদেরকে যদি নিশ্চিত না করতে পারে তাহলে যা কিছুই বলি না কেন বরাদ্দ দেই বাড়ায় আলটিমেটলি এর ইনক্রিমেন্ট ঠিকমতো হবে না। বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন নারীরা। এই নারীদেরকে শ্রমবাজারে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় এটা কি বলতে গিয়েছিলাম বলতে পারিনি নিউ যে ক্যাটাগরি নারীরা সবচেয়ে বেশি ভান্ডারবল। কাজেই এই জায়গাতে আরো বেশি না এদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে বাংলাদেশের যদি উন্নয়নে কাজে লাগাতে হয় তাহলে তাদেরকে আরো বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে এটা ভাবনা রেখে বাজেট পরিকল্পনা এক বছরে চলে যাবে। এই ধারাবাহিক যে পঞ্চবার্ষিকী এবং যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এই গোলগুলো অর্জন করার জন্য যদি তাগিদ ফিল না করি তাহলে কিন্তু কাজ হবে না। সুশাসনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

জিল্লুর রহমান: দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় মাত্রার আপনারাও লিখতে পারেন আমাদের

ফেসবুক অথবা অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়াতে। তৃতীয় মত অনুষ্ঠানটি আপনার দেখতে পারেন বাংলাদেশ সময় প্রতি বৃহস্পতিবার শুক্রবার রাত দুইটায় এবং সন্ধ্যা সকাল সাড়ে এগারোটায় এবং শুক্রবার দুপুর তিনটার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা। তৃতীয় মাথাটি আপনি ফেসবুকের মাধ্যমে দেখতে পারেন। তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানটি ফেসবুকে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে। দুজনকে অশেষ ধন্যবাদ। কথা হচ্ছিল ২০১১-২০২২ সালের অর্থবছরে বাজেট নিয়ে। অনেকের কাছে মনে হচ্ছে যে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রিক আলোচনা সেটি হয়তো একটু কম কিন্তু অতিথিরা বলছেন যে প্রবৃদ্ধির আকর্ষণ কিন্তু এখনো কমেনি। প্রবৃদ্ধির জন্য যে বিনিয়োগ সেটির ধারণা এই বাজেট থেকে পাওয়া যায়নি। এখানে গতিময় তো পারিনি। ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বাড়েনি। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। রেমিটেন্স হয়তো বাড়াচ্ছে কিন্তু রেমিটেন্স সবার জন্য যে মানুষকে বাইরে যেতে হবে সেই প্রবণতার কিন্তু অনেকখানি কমে গেছে। সঠিক তথ্যের যথেষ্ট পরিমাণে অভাব রয়েছে সেটিও তারা কিন্তু অনুভব করেন। বাজেট শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতের জন্য হয়নি সেই কথা সরণ করে দিয়েছেন। হিউম্যান ক্যাপিটাল যে সাস্থেরসাথে সম্পৃক্ত সেটাও আসলে অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে ব্যর্থ হন। জনমিতিক লভ্যাংশ কিভাবে কাজে লাগানো যাবে সেটি বিবেচনা কোনভাবেই নেয়া হয়নি। এবং পুরো বাজেট যদি দেখা যায় তাহলে আমরা বুঝতে হবে যে এখানে যারা বড় প্রাইভেট সেক্টর আছে তারাই আসলে সুবিধাটা পাচ্ছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আসলে এই বাজেটে নেই তাদের কথা বা চিন্তা-ভাবনা খুব একটা বাজেটে আসেনি। সংস্কার বা সুশাসনের বিষয়টা কিন্তু বাজেটে খুব একটা গুরুত্ব পায়নি বরং এগুলো প্রতি এক ধরনের অনীহায় আসলে প্রকাশ পেয়েছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের কোন দিক নির্দেশনা নেই। সেটি খুবই জরুরী। দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবাইকে শুভকামনা।